Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO. J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

বৃহস্পতিবার the ২১ day of **নভেম্বর, ২০২৪**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৬০/২০২১

মোছাম্মৎ হাজী খতিজা বেগম Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ১২/০৯/২৪ খ্রিঃ ও ২৩/১০/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব সৈয়দ নুর মোস্তফা ---------- Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)
--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার সাবেক পটিয়া হালে চন্দনাইশ থানার কুলালডেঙ্গা মৌজায় স্থিত হয় এবং অর্পিত অনাবাসিক সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত "ক" গেজেটের ৪৭১ নং ক্রমিকে অন্তর্গত হয়। নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির সম্পত্তি তিলক চন্দ্র দে এর ০২ পুত্র যথাক্রমে

দিগাম্বর ও পিতাম্বর এর রায়তি স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি ছিল। তৎমতে তাদের নামে আর. এস. ৪৫৯ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত আর. এস. রেকর্ডী পিতাম্বর অবিবাহিত মরণে তৎ স্বত্ব সহোদর ভ্রাতা দিগাম্বর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত আর. এস. রেকর্ডী দিগাম্বর মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ০৩ পুত্র যথাক্রমে জনকী জীবন দাশ, নিবারন চন্দ্র দাশ ও বিনোদ চনদ্র দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিনোদ বিহারী প্রকাশ বিনোদ চন্দ্র দাশ মরণে ৩ পুত্র যথাক্রমে মিহির চন্দ্র দাশ, স্বপন চন্দ্র দাশ ও সমীর চন্দ্র দাশ ওয়ারিশী থাকে। উক্ত স্বপন চন্দ্র দাশ মরনে ২ পুত্র যথাক্রমে পলাশ কান্তি দাশ, শিমুল কান্তি দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত সমীর চন্দ্র দাশ মরনে ২ পুত্র যথাক্রমে বাবলা কান্তি দাশ ও শাপলা কান্তি দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত মিহির চন্দ্র দাশ, পলাশ চন্দ্র দাশ, শিমুল কান্তি দাশ, বাবলা কান্তি দাশ, শাপলা কান্তি দাশ তাহাদের পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তীয় নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির সম্পত্তিতে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় বিগত ২১/১২/২০১৬ ইং তারিখের ৩৪৪৬ নং কবলা মূলে চন্দনাইশ থানাধীন উত্তর কেশুয়া সাকিনের আবেদনকারী হাজী খতিজা বেগমের বরাবরে বিক্রয় করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। উক্ত নিবারন চন্দ্র দাশ তৎ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তীয় নালিশী তপশীলোক্ত দাগাদির সম্পত্তিতে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় পুত্র কন্যাবিহীন নিঃসন্তান মরণে তৎ স্বত্ব তৎ স্ত্রী জ্যোৎস্নাময়ী দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত জ্যোস্নাময়ী দাশের নামে কুলালডাঙ্গা মৌজার বি. এস. ৪৩১ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত বি. এস. রেকর্ডী জ্যোৎস্নাময়ী দাশ মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ভাসুর জানকী জীবন দাশ ও দেবর বিনোদ বিহারী দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত জানকী জীবন দাশ মরণে তৎ স্বত্ব তৎ একমাত্র পুত্র করুনাময় দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত করুনাময় দাশ তৎ স্বত্ব বিগত ১৬/০৮/২০১৭ ইং তারিখের ২২৫৮ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মূলে প্রার্থীক খতিজা বেগমের বরাবরে বিক্রয় করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। এভাবে তফসিলোক্ত নালিশী দাগে প্রার্থীক ০৪ শতক ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগ দখলকার আছেন। উক্ত আর. এস. রেকর্ডী দিগাম্বর ও পিতাম্বর তাহাদের পরবর্তী ওয়ারিশগণ সমুদয় সম্পত্তি অধীন আবেদনকারীর বরাবরে বিক্রী করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। উল্লেখ্য "ক" তালিকার গেজেটের ৪৭১ নং ক্রমিকে বিনোদ গং এর নাম প্রকাশিত হয়েছে। ১০/৭২-৭৩ নং ভি.পি কেস মূলে ইজারা প্রদান করা হলেও উক্ত ইজারা গ্রহীতা কখনো ইজারা মূলে দখল প্রাপ্ত হয় নাই।

প্রার্থীকপক্ষের আরো বক্তব্য হলো তপশীলোক্ত সম্পত্তির বিষয়ে প্রকাশিত "ক" তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রার্থীক কখনো অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে প্রার্থীক অবগত হওয়ার পর বিলম্বে মামলা দায়ের সংক্রান্ত ৭০ ডি. এল. আর. ২০১৮ ইং এর ৩১৩-৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ও প্রকাশিত মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত আবদুল হাই বনাম বাংলাদেশ মধ্যকার রীট পিটিশন নং ৮৯৩২/২০১১ এ ২৩/১২/২০১৭ ইং তারিখের রায় ও আদেশ ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ (১৬ নং আইন) এর ১০২(১) ধারা মতে অবমুক্তির জন্য অত্র আবেদন দাখিল করেন।

অত্র মামলার ১-৪নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিম্নরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১০/৭২-৭৩ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীকের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীক নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **মোছাম্মৎ হাজী খতিজা বেগম (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৬ সিরিজ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১(এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)**কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 যে জবানবন্দি প্রদান করেন তা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমি পর্যালোচনা করেছি। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য হুবহু জবানবন্দিতে তুলে ধরেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। মৌজা- কুলালডাঙ্গা, আর. এস. ৪৫৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী -১
২। মৌজা- কুলালডাঙ্গা, বি. এস. ৪৩১ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী -২
৩। গেজেট এর ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। আইডি কার্ডের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪
৫। বিগত ২১/১২/২০১৬ ইং তারিখের ৩৪৪৬ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী- ৫

৬। বিগত ১৬/০৮/২০১৭ ইং তারিখের ২২৫৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-৬

Op.W.1 কর্তৃক দাখিলী দলিলাদি প্রদর্শনী-ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

মোছাম্মৎ হাজী খতিজা বেগম (Pt.W.1) এবং কামরুল ইসলাম (Op.W.1) দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যকে অনুসমর্থন পূর্বক জবানবন্দি প্রদান করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীক নালিশী কুলালডেঙ্গা মৌজার অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৪৭১ নং ক্রমিকে প্রকাশিত ভি.পি ১০/৭২-৭৩ মামলার তফসিলভুক্ত আর এস ৪৫৯ নং খতিয়ানের ৭৮৯/৭৯১ নং দাগ সামিল বি এস ৪৩১ নং খতিয়ানের ১৮১৮/১৮২০ দাগে ২+২= ৪ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেন।

নালিশী আর এস ৪৫৯ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-১]** হতে দেখা যায় আর এস ৭৮৯/৭৯১ দাগে সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিলক চন্দ্র দে এর ০২ পুত্র দিগাম্বর ও পিতাম্বর। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে আর. এস. রেকর্ডী পিতাম্বর অবিবাহিত মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং পিতাম্বরের স্বত্ব তৎ ভ্রাতা দিগাম্বর পেয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে দিগাম্বর মরণে ০৩ পুত্র জনকী জীবন দাশ, নিবারন চন্দ্র দাশ ও বিনোদ চনদ্র দাশ ওয়ারিশী বিদ্যমান থাকে। উক্ত নিবারন চন্দ্র দাশ পুত্র কন্যাবিহীন নিঃসন্তান মরণে তৎ স্বত্ব তৎ স্ত্রী জ্যোৎস্নাময়ী দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। আবার বিনোদ বিহারী প্রকাশ বিনোদ চন্দ্র দাশ মরণে ৩ পুত্র যথাক্রমে মিহির চন্দ্র দাশ, স্বপন চন্দ্র দাশ ও সমীর চন্দ্র দাশ ওয়ারিশী থাকে। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় বি এস ৪৩১ নং খতিয়ানের সি.সি **[প্রদর্শনী-২]** পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী আর এস ৭৮৯/৭৯১ দাগের সম্পত্তি বি এস জরিপে বি এস ১৮১৮/১৮২০ দাগ অন্তর্ভূক্ত হয়। উক্ত বি এস খতিয়ান জানকী জীবন দাস, বিনোদ বিহারী দাসের তিন পুত্র স্বপন চন্দ্র দাস গং এবং নিবারণ চন্দ্র দাসের স্ত্রী জোঃস্না ময়ী দাসের নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়।

প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে বিনোদ বিহারী দাস এর পুত্র স্বপন চন্দ্র দাশ মরনে ২ পুত্র পলাশ কান্তি দাশ, শিমুল কান্তি দাশ এবং সমীর চন্দ্র দাশ মরনে ২ পুত্র বাবলা কান্তি দাশ ও শাপলা কান্তি দাশ ওয়ারিশ থাকে। প্রদর্শনী-৫ হতে দেখা যায়, উক্ত মিহির চন্দ্র দাশ, পলাশ চন্দ্র দাশ, শিমুল কান্তি দাশ, বাবলা কান্তি দাশ, শাপলা কান্তি দাশ বিগত ২১/১২/২০১৬ ইং তারিখের ৩৪৪৬ নং কবলা মূলে বি এস ১৮১৮/১৮২০/১৮২৩/১৮২৪ দাগের আন্দরে ১ গন্ডা বা ২ শতক ভূমি প্রার্থীক হাজী খতিজা বেগমের বরাবওে হস্তান্তর করেন। প্রতীয়মান হয় নালিশী ১৮১৮/১৮২০ দাগে প্রার্থীক (.৫০+.৫০) =১.০০ শতক ভূমি খরিদ করেছেন।

প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে নিবারন চন্দ্র দাশ পুত্র কন্যাবিহীন নিঃসন্তান মরণে তৎ স্বত্ব তৎ স্ত্রী জ্যোৎস্নাময়ী দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত জ্যোস্নাময়ী দাশের নামে বি. এস. ৪৩১ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকপক্ষ পুনরায় দাবি করেন উক্ত বি. এস. রেকর্ডী জ্যোৎস্নাময়ী দাশ মরণে তৎ স্বত্ব তৎ ভাসুর জানকী জীবন দাশ ও দেবর বিনোদ বিহারী দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। উক্ত জানকী জীবন দাশ মরণে তৎ স্বত্ব তৎ একমাত্র পুত্র করুনাময় দাশ ওয়ারিশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। [**প্রদর্শনী-৬**] হতে প্রতীয়মান হয় করুনাময় দাশ তৎ স্বত্ব বিগত ১৬/০৮/২০১৭ ইং তারিখের ২২৫৮ নং কবলা মূলে নালিশী ১৮১৮ ও ১৮২০ দাগ সহ ১৮২৩/১৮২৪/১৭৮১ দাগে ৪ শতক বা ২ গন্ডা ভূমি প্রার্থীক খতিজা বেগমের বরাবরে বিক্রয় করেন। প্রতীয়মান হয় উক্ত কবলামুলে প্রার্থীক নালিশী ১৮১৮/১৮২০ দাগে (.৮০ + .৮০)= ১.৬০ শতক ভূমি খরিদ করেছেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় নালিশী ১৮১৮/১৮২০ দাগে ৪ শতক আন্দরে প্রার্থীক উপরিবর্নিত দুই কবলামূলে (১+ ১.৬০) = ২.৬০ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান হন।

প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় ফটোকপি গেজেট [প্রদর্শনী-১] হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী বি এস ১৮১৮ দাগে ১০ শতকের মধ্যে ১.৫০ শতক এবং ১৮২০ দাগে ৪ শতকের মধ্যে ৩.৫০ শতক ভূমি অর্পিত শ্রেনীভূক্ত করা হয়। তর্কিত গেজেটে মালিকের কলামে প্রার্থীকের বায়ার পূর্ববর্তী বি এস রেকর্ডীগণ বা তৎ পূর্ববর্তী কারো নাম পাওয়া যায়নি। আবার বি এস ৪৩১ নং খতিয়ান প্রকাশমতে নালিশী ১৮১৮ ও ১৮২০ দাগের কোন একজন মালিক ভারতবাসী হয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। মূল মালিকের কেউ ভারতবাসী না হওয়ায় গেজেটে ১৮১৮ ও ১৮২০ দাগ অন্তর্ভূক্তি সম্পূর্ণ ভুল ও বে-আইনী হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

সরকার প্রতিপক্ষ ভি.পি কেস নং-১০/৭২-৭৩ মূলে জনৈক ব্যাক্তি কে ইজারা প্রদানের দাবি করলেও উক্ত ইজারার সমর্থনে কোন ইজারাদার কে পাওয়া যায়নি। ইজারাদারের কোন তথ্য সরকার প্রতিপক্ষ দেখাতে পারেনি। এদিকে প্রার্থীকপক্ষ আর এস রেকর্ডীগনের পরবর্তী জের ওয়ারীশ গনের নিকট হতে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি খরিদমূলে ভোগদখলে থাকার দাবি করেছেন। প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় এবং নালিশী সম্পত্তিতে সুনির্দিষ্ট ইজারাদারের কোন তথ্য না থাকায় তফসিলোক্ত ভূমিতে প্রার্থীকপক্ষ দখলে আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীকপক্ষ নালিশী ১৮১৮/১৮২০ দাগে ৪ শতক ভূমি খরিদসূত্রে প্রাপ্তির দাবি করলেও খরিদা কবলা [প্রদর্শনী-৫ ও ৬] পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থীক উক্ত দুই দাগে ২.৬০ শতকে স্বত্ববান হন। তদানুসারে গেজেট উল্লিখিত নালিশী ১৮১৮ দাগে ১.৫০ শতকের আন্দরে ১.৩০ শতক এবং ১৮২০ দাগে ৩.৫০ শতকের আন্দরে ১.৩০ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকপক্ষ অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় নালিশী ১৮১৮/১৮২০ দাগের আন্দরে (১.৩০ + ১.৩০) = ২.৬০ শতক ভূমি প্রার্থীকপক্ষ অবমুক্তি পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৪ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। কুলাল ডেঙ্গা মৌজার নালিশী আর এস ৪৫৯ নং খতিয়ানের ৭৮৯/৭৯১ দাগের সামিল বি এস ৪৩১ নং খতিয়ানের ১৮১৮ দাগে ১.৩০ শতক এবং ১৮২০ দাগে ১.৩০ একুনে ২.৬০ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৪ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।